বিতর্কের আবর্তে এ বছরের নোবেল বিজয়ীরা

ছয়টি বিষয়ে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে। এ বছর ছয়টি বিষয়ে এই পুরস্কার পেয়েছেন মোট ১৩ জন। এর মধ্যে ৭ জনই মার্কিনি। দু'জন ইহুদি এবার নোবেল পেয়েছেন। শান্তিতে নোবেল পুরস্কার নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছে। তেমনি সাহিত্যও সমালোচনা এড়াতে পারেনি। আর অর্থনীতিতে এমন দুজন পুরস্কার পেয়েছেন, অর্থনীতিবিদ হিসেবে বিশ্বে তাদের কোনো পরিচিতি নেই। এসব মিলিয়েই এবারের নোবেল পুরস্কার ২০০২। পুরস্কারের মূল্যমান ১৭ লাখ মার্কিন ডলার। আগামী ১০ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে এ পুরস্কার দেয়া হবে। এবার এ বছরের নোবেল সম্পর্কে লিখেছেন **জামান আরশাদ**

সেরা শান্তিবাদী কার্টার

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার এবং আফগান প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাইয়ের নাম বেশি উচ্চারিত হচ্ছিল। নরওয়ের নোবেল শান্তি কমিটি মনে করে, কার্টার এবং কারজাই বিশ্ব শান্তির জন্য অনেক কিছু করেছেন। যেমন আন্তর্জাতিক সংঘাত নিরসনে অহিংস এ শান্তিপূর্ণ উপায় অন্বেষণ, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাসহ আরো অনেক কিছু। দু'জনের জন্যই ব্যাপক লবিং হয়। শেষ পর্যন্ত জিমি কার্টারের বিজয় হয়। নোবেল কমিটি জানায়, ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট থাকাকালে তিনি ইসরায়েল ও মিশরকে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিতে উপনীত করতে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন, সেই একটি মাত্র ঘটনাই তার নোবেল পুরস্কার পাওয়ার জন্য যথেষ্ট। প্রতিক্রিয়ায় কার্টার বলেছেন, নোবেল পুরস্কার শান্তি ও মানবাধিকারে যে প্রেরণা যোগায় তাতে সন্দেহ নেই। তাই আমি আরো অনুপ্রাণিত।

প্রসঙ্গত, নোবেল শান্তি পুরস্কার বরাবরই বিতর্কের ঝড় তোলে। এবারও ব্যতিক্রম নয়। বিশ্লেষকরা বলছেন, প্রকৃত অর্থে বিশ্ব শান্তির জন্য কাজ করেছেন এমন অনেককে বিবেচনা করা হয়নি। যেমন আফ্রিকার সোমালিয়া, কঙ্গো বুরুন্ডি সিয়েরেলিওনসহ কয়েকটি স্থানে গৃহযুদ্ধ বন্ধের জন্য কাজ করেছেন যিনি, আফ্রিকার ঐক্য সংস্থার সেই বিদায়ী মহাসচিব সেলিম আহমেদ সেলিম, এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকান প্রেসিডেন্ট থাবো এমবেকি তাদের বিবেচনায় রাখা হয়নি। তাছাড়া বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় ব্যক্তিত্ব কানাডার প্রধানমন্ত্রী জঁ শ্রেতিয়ে যিনি শ্বেতাঙ্গ হয়েও শ্বেতাঙ্গদের সমালোচনা করেন নি:শঙ্কচিত্তে। জার্মানির চান্সেলর গেরহার্ড শ্রোয়েডার, যিনি একজন জাতীয়বাদী নেতা, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাস যার রাজনীতির একমাত্র ব্রত, তারাও বিবেচনায় থাকতে পারতেন। এমনকি ফরাসি প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক। সমাজবাদী এই নেতা যিনি ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চান না, তাকেও বিবেচনায় রাখা যেতো।

ইমরে কারতেসৎ : সাহিত্যে

সাহিত্যে ইহুদি ঔপন্যাসিক

হাঙ্গেরির ঔপন্যাসিক ইমরে কারতেসৎ সাহিত্যে এ বছরের নোবেল পুরস্কার পেলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাৎসি শিবিরের নির্যাতন থেকে তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। তাই তার লেখায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রসঙ্গ বেশি এসেছে। ইতিহাসের নিষ্ঠুর যাঁতাকলে ব্যক্তি মানুষের করুণ আর্তি ও অভিজ্ঞতাকে চিরায়ত রূপ দেয়ায় মুন্সিয়ানার পরিচয় দেয়ার জন্য তাকে পুরস্কার দেয়া হয়েছে বলে আয়োজকরা জানান। ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা তার লেখায় ঘুরেফিরে এসেছে। নিজেই তিনি বলেছেন, যখন নতুন উপন্যাস লেখার কথা ভাবি তখনই 'আশউইৎস' আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে কিশোর কারতেসৎকে আশউইৎস নাৎসি শিবিরে রাখা হয়েছিল। তার প্রথম উপন্যাস 'ফেইটলেস' প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে। তার একটি বিখ্যাত উপন্যাসের নাম 'ক্যাডিস ফর অ্যা চাইল্ড নট বর্ন'। উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র শিশুটি এমন পৃথিবীতে জন্ম নিতে অস্বীকৃতি জানায়, যেখানে আশউইৎস-এর মতো নির্যাতন শিবির সৃষ্টি করা হয়। ইহুদি লেখক কারতেসৎ প্রথম জীবনে বুদাপেস্টের একটি পত্রিকায় চাকরির পরে অনুবাদ করে পেট চালিয়েছেন।

জিমি কার্টার : শান্তিতে নোবেল

প্রথম পর্বের বিজয়ীরা পেয়েছেন ১৪টি পুরস্কার

হরলিক্স-সাপ্তাহিক ২০০০
কুইজ প্রতিযোগিতা
শুরু হয়েছে দ্বিতীয় পর্ব, শেষ পর্ব

মেগা পুরস্কার সব এ পর্বেই

জিতে নিন ফিলিপস্ ২১´´ কালার টিভি, ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা বিমান টিকেট (৩টি), জুসার, পামটপ অর্গানাইজারসহ আরো অনেক আকর্ষণীয় পুরস্কার

দেখুন ৩৪ ও ৩৫ পৃষ্ঠায়

চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্রিটেন-যুক্তরাষ্ট্রের ৩ বিজ্ঞানী

এইডস এবং স্ট্রোকসহ অনেক ব্যাধির চিকিৎসায় আশার আলো জাগিয়েছেন ব্রিটেনের সিডনি ব্রেনার ও স্যার জন ই.সুলস্টন এবং যুক্তরাষ্ট্রের বরার্ট হরভিজ। ফলস্বরূপ এই তিন বিজ্ঞানী দখল করেছেন চিকিৎসা শাস্ত্রে এ বছরের নোবেল পুরস্কার। মানব দেহের তঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রণে এবং দেহকোষের মৃত্যুতে জিন কিভাবে কাজ করে তা আবিষ্কার করেছেন। তাদের আবিষ্কারের নাম 'সেল সুইসাইড'। তারা দেখান, মূল জিনগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গঠন এবং দেহকোষের মৃত্যু নিয়ন্ত্রণ করছে। দেহের বাড়তি কোষগুলো ছেঁটে ফেলার জন্য এটা একটা বাড়তি প্রক্রিয়া। কিভাবে কিছু জীবাণু এবং ব্যাকটেরিয়া মানবদেহের কোষের নিয়ন্ত্রণ নেয়। নোবেল বিজয়ী সিডনি ব্রেনারের বয়স ৭৫। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সক ইনস্টিটিউট অব বায়োলজিক্যাল স্টাডিজের অধ্যাপক। জন ই সুলস্টন ইংল্যান্ডে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যানগার সেন্টারের একজন গবেষক। আর যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) গবেষক হচ্ছেন রবার্ট হরভিজ।

পদার্থ বিজ্ঞানেও মার্কিনিরা

নরওয়ের নোবেল কমিটি এ বছরে সূর্যের পরমাণু অগ্নিবলয়ের রহস্য উন্মোচনও অদৃশ্য রঞ্জনরশ্মির শক্তিকে ব্যাখা করার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছে। সে হিসেবে তারা পদার্থ বিজ্ঞানে এ বছরের নোবেল পুরস্কারের জন্য মার্কিন ও এক জাপানি বিজ্ঞানীকে মনোনীত করেছে। নোবেল নির্বাচকমন্ডলীরা জানান, যুক্তরাষ্ট্রের রেমন্ড ডেভিস জুনিয়র ও রিকার্ডো গিয়াকেকানি এবং জাপানের মাশাতোশি কোশিবার আবিষ্কার বিশ্বব্রহ্মান্ডকে দেখার ভঙ্গি বদলে দিয়েছে।

রসায়নে ৩ দেশের ৩ বিজ্ঞানী

যুক্তরাষ্ট্রের জন ফেন (৮৫) জাপানের কোইচি তানাকা (৪৩) এবং সুইজারল্যান্ডের কুট ভুয়েত রিচ। কয়েকটি দুরারোগ্য রোগ যেমন আল ঝেইমার ফুট অ্যান্ড মাউথ (ক্ষুরাচাল), কয়েক ধরনের ক্যান্সার নিরাময়ে রাসায়নিক জীববিদ্যাকে একটি শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত করার স্বীকৃতিস্বরূপ তাদেরকে যৌথভাবে এ সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। নোবেল কমিটি জানায়, তিন বিজ্ঞানী প্রোটিও মিক্স নামে প্রোটিন বিষয়ক গবেষণার নতুন একটি ধারা আবিষ্কার করেছেন। তারা গবেষণা করে দেখেছেন, প্রোটিন জীবকোষের অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে কিভাবে কাজ করে। এখন স্তন ক্যান্সার, প্রোটেন্ট গ্রন্থির ক্যান্সার, ম্যালেরিয়া ও ম্যাডকাউ প্রভৃতি রোগের কারণ সম্পর্কে জানা যাবে।

অর্থনীতিতে অপরিচিতরা

এমন দুই অর্থনীতিবিদ এ বছরের নোবেল পেয়েছেন, যাদের নাম জোরেসোরে মোটেও উচ্চারিত হয়নি। দু'জনই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক,

কোইচি তানাকা : রসায়নে

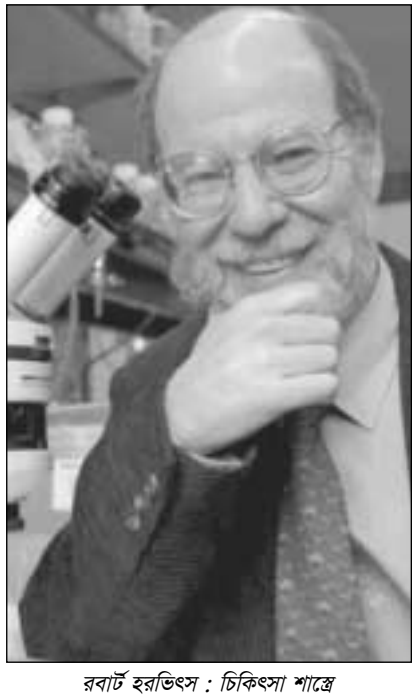

রবার্ট হরভিৎস : চিকিৎসা শাস্ত্রে

একজন ইহুদি। নোবেল কমিটি বলেছে, অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে মানব মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকে বিবেচনায় রেখে অর্থনীতিতে মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা প্রয়োগের জন্য তাদের পুরস্কৃত করা হয়েছে। বিজয়ীরা হলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্যানিয়েল কাহেনম্যান এবং জর্জ ম্যাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেরনন এল স্মিথ। কাহোম্যান একই সঙ্গে মার্কিন ও ইসরায়েলি নাগরিক।